প্রশ্নভিত্তিক দলীয় আলোচনার উত্তর

আমার জীবনে বাণীর ভূমিকা কি ?

ঈশ্বরের উপর গভীর আস্থা স্থাপন ও তাঁর প্রকৃত পরিচয় পাওয়ার ভূমিকা রাখে।

- বাণী আমার জীবনে সহায়ক
- বাণী আমাদের জীবনে আধ্যাত্মিক খাদ্য
- খ্রীষ্টীয় জীবন গঠনে সহায়তা করে
- নতুন জীবন দান করে
- নতুন মানুষ হতে সাহায্য করে
- সত্যের পথে চলতে সাহায্য করে
- স্বাধীনভাবে বাঁচতে শেখায়
- অনুপ্রেরণা, শক্তি ও সাহস যোগায়
- মন পরিবর্তনে সাহায্য করে
- খ্রীষ্টীয় মূল্যবোধে জীবন যাপনে সাহায্য করে
- ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তান হতে সাহায্য করে
- নম্রতা, ক্ষমা ও ভালবাসা বাস্তবায়নে উৎসাহ যোগায়
- বাণীর মধ্য দিয়ে আমি যীশুকে বুঝতে শিখি
- বিশ্বাসের জীবনে বেড়ে উঠতে বাণী আমার জীবনে বিশেষ ভূমিকা রাখে
- বাণী আমাদের সঠিক পথ দেখায়
- বাণী ঈশ্বরের ও যীশুর উপস্থিতি প্রকাশ করে
- বাণীর মধ্য দিয়ে আমি জীবন খুঁজে পাই
- মূল্যবোধকে জাগ্রত করে
- আধ্যাত্মিক বিকাশে সহায়তা করে
- সত্যের দিকে ধাবিত করে
- বাণী হল জীবনী শক্তি
- সমস্যা সমাধান করে
- একতা বৃদ্ধি করে
- শান্তি অনুভব করি
- স্বয়ং ঈশ্বরকে পাই
- বাণী হচ্ছে আমার জীবনে চলার গতি
- বাণী পাপ অন্যায় হতে আমাকে বিরত রাখে
- অন্যকে সুপথে আনতে সাহায্য করে
- সেবা করতে শিক্ষা দেয়
- ত্যাগের মনোভাব সৃষ্টি করে
- ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে সাহায্য করে
- দিক নির্দেশক
- যীশুর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন
- সত্যকে জানা
- আলো স্বরূপ
- ঐশ প্রকাশ
- ভালবাসার উৎস
- ব্যক্তিগত সংযোগ সাধন
- ঐশ প্রকাশ
- জীবনদায়ী
- বিশ্বাসের উৎস

কীভাবে আমরা অন্যের কাছে বাণী হয়ে উঠতে পারি ?

- ভালবাসা ও সেবার মাধ্যমে
- খ্রীষ্টীয় জীবন আদর্শ দ্বারা
- কথায় ও কাজে এক হওয়া
- প্রার্থনায় বিশ্বস্ত থাকা
- মণ্ডলীর যোগ্য সদস্য হওয়া
- মণ্ডলী কর্তৃক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা
- যীশুর আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমে
- সুখী ও খুশী মানুষ হয়ে
- আদর্শ খ্রীষ্টীয় পরিবার স্থাপন দ্বারা
- পরিবারের সকল সদস্যদের মধ্যে ভালবাসা, সেবা সহভাগিতা, একতা, মিলন, প্রার্থনা, ক্ষমা, দায়িত্ব পালনের দ্বারা।
- পারস্পরিক বিশ্বস্ততার মধ্য দিয়ে
- সমাজে একতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে
- প্রতিবেশীর সুখ-দুঃখের সহভাগী হয়ে
- ভ্রাতৃত্বে ও বন্ধুত্বে বসবাস করে
- ন্যায্যতা, উদারতা ও ভালবাসা স্থাপনের দ্বারা
- আচার-আচরণ ও সৎ ব্যবহারের মাধ্যমে

- বিশ্বাসের জীবন যাপন করে
- ভ্রাতৃপ্রেম
- ক্ষমাশীলতা
- উপাসনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করা
- অন্যদের অনুপ্রেরণা দান করা
- মিলন ও ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক গড়ে তোলা
- মণ্ডলীতে বাণী প্রচারে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা
- সমাজে পারস্পরিক মর্যাদা প্রদান
- সমাজের কাছে বাণীময় হয়ে ওঠা
- সামাজিক কাজে ব্রতী হওয়া
-পরিবারে সুসম্পর্ক বজায় রেখে
- ত্যাগের মনোভাব
- মণ্ডলীতে যথাসাধ্য দান, খ্রীষ্টযাগে অংশগ্রহণ ও বিভিন্ন ধর্মীয় কাজ
- বিভিন্ন সভায়, ধ্যান প্রার্থনায় অংশগ্রহণ
- খ্রীষ্টের একজন সাক্ষী হিসাবে আমার ব্যবহার, আচার-আচরণ তারই মত হওয়া
- প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক
- মন মানসিকতার পরিবর্তন ও ধর্মবিশ্বাসের দিকে মনোযোগ
- রবিবাসরীয় ও দৈনিক খ্রীষ্টযাগে অংশগ্রহণ
- সাক্রামেন্তীয় গুরুত্ব ও উপলব্ধি
- ধর্মশিক্ষায় যোগদান
- ক্ষুদ্র খ্রীষ্টীয় সমাজ গঠন
- দৈনিক প্রার্থনা নিয়মিত করা
- পারিবারিক শিক্ষা দেওয়া ও নেওয়া
- নিয়মিত বাইবেল পাঠ অভ্যাস করা
- সহমর্মিতা
- মণ্ডলীর বিরোধিতা না করা
- মণ্ডলীর পরিচালক ও গুরুজনদের সম্মান দেওয়া
- সুপরামর্শ দিয়ে
- নৈতিক আদর্শ দিয়ে
- প্রতিবন্ধীদের ভালবাসা ও সেবার মাধ্যমে
- পারস্পরিক ক্ষমাদান ও গ্রহণের মাধ্যমে
- সুপরামর্শের মাধ্যমে
- ঐশবাণী পাঠের মাধ্যমে

বর্তমানে খুলনা ধর্মপ্রদেশে/আপনার ধর্মপল্লীতে ঐশবাণী প্রচারের ক্ষেত্রগুলি কি কি ?

- পরিবার, সমাজ
- স্কুল
- সমাজ
- হাসপাতাল
- হস্তশিল্প
- সংঘ/ সমিতি
- বোর্ডিং
- গ্রাম পরিষদ
- সেবক দল
- শিশু মঙ্গল
- মারীয়া সেনাসংঘ
- প্যারিশ কাউন্সিল
- সেবা ও প্রার্থনা সংগঠন (এসভিপি, শিশুমঙ্গল, ওয়াই সি এস, বি সি এস এস, মারীয়া সেনাসংঘ)
- ব্যক্তি জীবন
- শিশু, কিশোর, যুবক-যুবতীদের মধ্যে
- বিশ্বাসে যারা পিছিয়ে আছে
- নির্যাতিত, অবহেলিত জনগণের কাছে
- অন্যান্য ধর্মাবলম্বী জনগণের কাছে
- বিভিন্ন মণ্ডলীর মধ্যে সংলাপ

বাণী প্রচার করতে যে সকল চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়, তা হল –

- গ্রহণীয়তার অভাব
- অর্থের অভাব
- ধর্মের প্রতি উদাসীনতা
- সংকোচবোধ
- কথা ও কাজের অমিল
- অন্য ধর্মের মানুষের নিকট হতে বাধা
- দারিদ্র্যতা
- মাস মিডিয়া
- পক্ষপাতিত্ব
- ধর্মকে রাজনৈতিক ব্যবসার উপায় হিসাবে ব্যবহার
- দলীয় মনোভাব

- অনেক মণ্ডলী
- বেকারত্ব
- হিংসাত্মক মনোভাব
- দলাদলি
- পারিবারিক কলহ
- অন্য মণ্ডলীর সাথে মতের অমিল
- সঠিক তথ্যের অভাব
- উপযুক্ত জায়গা
- রাজনৈতিক অবস্থা
- সামাজিক কুসংস্কার
- স্বার্থপরতা
- সঠিক মূল্যায়নের অভাব
- মৃত্যুভয়
- সন্দেহ
- শিক্ষার অভাব
- দুর্বল বিশ্বাস
- বাণী গ্রহণের আগ্রহ কম
- ধর্মীয় গোড়ামী
- মাণ্ডলিক রীতি-নীতি
- পিতামাতার অসচেতনতা
- জাগতিকতার প্রতি আগ্রহ
- শ্রেণী বৈষম্য
- সার্বজনীনতার অভাব
- বিশ্বাসের পরিপক্বতার অভাব
- ধর্মীয় জীবন যাপনে আগ্রহ কম
- খ্রীষ্টযাগের প্রতি গুরুত্ব কম
- সাক্রামেন্তের প্রতি অবহেলা
- সাহায্য পাওয়ার মনোভাব
- মানুষের মধ্যে সম্পর্কের অভাব
- খ্রীষ্টযাগে মহিলাদের তুলনায় পুরুষের সংখ্যা কম
- বিশ্বাস ও ন্যায্যতার অভাব
- খ্রীষ্টীয় আদর্শ/ মডেল ব্যক্তিত্বের অভাব
- দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের অভাব
- বয়স ভিত্তিক শিক্ষাদানের অভাব
- বেতন বৈষম্য
- সমালোচনা, ঝগড়া-বিবাদ

ফলপ্রসূভাবে বাণী প্রচারের জন্য প্রয়োজন :

- আধ্যাত্মিক ও মানসিকভাবে নিজে পরিবর্তন হতে হবে ও অন্যকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করতে হবে।
- খ্রীষ্টের ভালবাসা ও ক্ষমা প্রদর্শন
- খ্রীষ্টান হিসাবে বাধ্যতামূলক খ্রীষ্টযাগে যোগদান ও ধর্মশিক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে
- খ্রীষ্টভক্ত সাধারণকে গীর্জামুখী করার জন্য ধর্মশিক্ষা, সভা প্রার্থনা ও শিক্ষা সেমিনারের ব্যবস্থা করা
- সংস্কারীয় শিক্ষা প্রদান
- নিয়মিত পরিবার পরিদর্শন করা এবং তাদের সমস্যা সমাধানে সহায়তা করা
- জীবন ভিত্তিক বাণী প্রচার করা
- বাইবেলকে পরিবারের কেন্দ্রে স্থাপন করা ও প্রার্থনার জীবন গড়ে তোলা
- একসঙ্গে বসে জনগণের সঙ্গে আলোচনা, সংলাপ
- বিভিন্ন বইয়ের মধ্য দিয়ে
- বিভিন্ন উপকরণ, সেটেলাইট
- মিটিং সেমিনার
- মণ্ডলী ও আন্তঃমাণ্ডলিক শিক্ষা সেমিনার
- অখ্রীষ্টানদের মধ্যে বাণী প্রচার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের যত্নশীল হওয়া
- ধর্মীয় কবিগান ও কীর্তন
- প্রার্থনা সভা
- বার্ষিক খ্রীষ্টপ্রসাদীয় শোভাযাত্রা
- পারিবারিক ধ্যান প্রার্থনা
- উপাসনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ
- লেখনীর মাধ্যমে
- বাইবেল ও বিভিন্ন ধর্মপুস্তক পাঠের মাধ্যমে
- ধর্মীয় চলচ্চিত্র, চিত্তবিনোদন
- সম্মেলন
- ব্যক্তি পর্যায়ে সংলাপ
- সবার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া
- ক্রেডিট ইউনিয়ন গড়ে তোলা
- জীবন আদর্শের মাধ্যমে শিক্ষাদান
- মঙ্গলবাণীর আলোকে জীবন যাপন

বাণী প্রচার : পরিবার, সমাজ ও প্রতিষ্ঠান

বাণী প্রচার ঃ পরিবারে

আন্তনী নামের এক যুবক বিচারের কাঠগড়ায়। অপেক্ষায় আছে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের রায় শোনার। সাক্ষ্য প্রমাণে যুবকটি দোষী সাবস্ত্য হওয়ায় বিচারক তাকে অর্থ ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। কাঠগড়া থেকে নামার মুহূর্তে বিচারক যুবকের নাম ধরে ডাক দিয়ে বললেন, তুমি না খ্রীষ্টান ? যুবক উত্তর দিল, হ্যাঁ। বিচারক বললেন, খ্রীষ্টানরা তো এমন কাজ করে না। তুমি কেন করলে ?

তোমাদের আলো লোকের সামনে জ্বলুক যেন তারা তোমাদের ভাল কাজ দেখে স্বর্গস্থ পিতার গৌরব করে" (মথি ৫:১৬)। খ্রীষ্টের সাক্ষাতে সমাজ ও মণ্ডলীকে সাক্ষী রেখে দীক্ষাস্নাত নর-নারীর সংস্কার গ্রহণের মধ্য দিয়েই খ্রীষ্টীয় পরিবারের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু। খ্রীষ্টীয় বিবাহ হল একটি আহ্বান। ঈশ্বরের পরিকল্পনার ডাকে সাড়া দেয়া। স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসার ফল সন্তান। খ্রীষ্টান পরিবার গঠনে পিতামাতা ও সন্তানই আসল। খ্রীষ্টান পরিবার হিসেবে পরিচয় দিতে চাই অনেকে, কিন্তু প্রকৃত খ্রীষ্টীয় পরিবার হয়ে উঠি আমরা ক'জন ? খ্রীষ্টান পরিবার হব অথচ খ্রীষ্টে থাকব না, খ্রীষ্টের জীবন ও শিক্ষা গ্রহণ করব না, ভালবাসা থাকবে না, ধর্মপালন করব না, প্রার্থনার জীবন থাকবে না – তা হলে কীভাবে একটি খ্রীষ্টীয় পরিবার গঠন হবে।

প্রকৃত খ্রীষ্টীয় পরিবারের প্রধান আদর্শ হল, যীশু খ্রীষ্টের ক্রুমীয় যন্ত্রণাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থান। খ্রীষ্ট পরিবারের কাছ থেকে বেশী কিছু চান না। তিনি চান, 'পরিবার তোমার যা হওয়া উচিত তাই হও' (পোপ দ্বিতীয় জনপল)। ভালবাসা প্রাণকেন্দ্র হও। গৃহমণ্ডলী হও। ঐশবাণী গ্রহণ কর ও সমাজে প্রচার কর। পারিবারিক প্রার্থনা কর। একটা মডেল হও নাজারেথের পরিবারের মত। কারণ মানুষ কেবল কথা শুনতে চায় না, জীবনাদর্শ দেখতে চায়। যা দেখে অন্য পরিবারগুলি শিখবে। কতিপয় মূল্যবোধ বা গুণাবলী যা খ্রীষ্টীয় পরিবারে লালন করতে হবে। যেমন, ভালবাসা। পরিবারের জন্য আদেশ হল, পরস্পরকে ভালবাস, যা বিবাহ সংস্কার গ্রহণের সময় পেয়েছ। *'যে ভালবাসে না, সে ঈশ্বরকে জানল না, কারণ ঈশ্বর ভালবাসা ' (১যোহন ৪:৮)*। পরিবারে ভালবাসা থাকলে সহযোগিতা, সহভাগিতা, দয়া, সত্য ও শান্তিতে বাস করতে পারবে। তাই সর্ব অবস্থায় অপরের ভাল কামনা করতে হবে। দেখতে হবে, পরিবারটা যেন হোটেল না হয়।

ঈশ্বর তার সাদৃশ্যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তাই মানুষ হিসেবে সকলের মান সমান। তাই পরস্পরকে মর্যাদা, মূল্য, স্বীকৃতি দিতে হবে। তা হলে পরিবারে সকলের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকবে। ঈশ্বরের পরিকল্পনায় নিজে বিশ্বস্ত থাকতে হবে। অন্যদের ও বিশ্বস্ত রাখতে হবে। খ্রীষ্টীয় পরিবার গঠনে এটা অন্যতম প্রধান মূল্যবোধ। অন্যের বিচার না করে বরং ক্ষমা ও ভালবাসা থাকতে হবে – সন্তানেরা যা পরিবার থেকে শিখবে। ত্যাগস্বীকার থাকতে হবে, যা স্বার্থপরতা দূর করবে। পারিবারিক প্রার্থনা পরিবারকে সতেজ রাখে। পবিত্র বাইবেল পাঠ ও ধ্যান অপরের কল্যাণ চিন্তা ও পারিবারিক দায়িত্ব পালনে সহায়ক হয়। পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে খ্রীষ্টযাগে যোগদান, খ্রীষ্টপ্রসাদ গ্রহণ, পুনর্মিলন সংস্কার গ্রহণ করতে হবে, যা তাদের আধ্যাত্মিক শক্তি যোগাবে। সন্তানকে দান হিসাবে গ্রহণ করতে হবে এবং তাদের লালন পালন ও খ্রীষ্টীয় এবং সাধারণ শিক্ষা গঠন দিতে হবে।

বলা হয়ে থাকে, পরিবার হল প্রথম বিদ্যালয়। এখান থেকে সন্তানরা যা শেখে তা সারা জীবনের জন্য থাকে। আজকাল ভাল মানুষের বড় আকাল। কেবল পরিবারের দু'একজন ভাল হলে হবে না। উপরোক্ত গুণাবলী পরিবারে অনুশীলন করলে একটা আদর্শ পরিবার পাব, গৃহমণ্ডলী পাব – যার সদস্যরা মানুষের কেবল মঙ্গল করবে, জগতে মঙ্গল বাণী ঘোষণা করবে। অন্য পরিবারগুলির সাথে ত্যাগের মনোভাব নিয়ে মেলামেশা করবে। দয়া ও সেবার কাজে এবং ন্যায্যতা, শান্তি ও মিলন প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালনের মাধ্যমে সমাজ ও মণ্ডলীতে অবদান রাখবে। এ ভাবে খ্রীষ্টীয় পরিবার ক্রমাগত ভাবে ঐশরাজ্যের দিকে ধাবিত হবে।

(মুখ্য আলোচক : মিঃ সুশীল ফলিয়া)

বাণী প্রচার ঃ সমাজে

বাণী প্রচার অর্থ হল, ভাই মানুষের কাছে খ্রীষ্টের মুক্তি ও পরিত্রাণের মঙ্গলময় বাণী ঘোষণা করা। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট মানবের মুক্তি বা পরিত্রাণ দিতে এ পৃথিবীতে এসেছিলেন। তিনি এক জায়গায় বসে থাকেন নি। ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বা স্থানে মুক্তির বাণী ঘোষণা করেছেন। তিনি প্রথমেই গালিলেয়াতেই মুক্তির বাণী প্রচার শুরু করলেন। *"তোমরা মন ফেরাও, স্বর্গরাজ্য এখন খুব কাছেই" (মথি ৪:১৭)*। বাণী প্রচারের জন্য তিনি প্রথমে আহ্বান জানালেন, শিমন ও তার ভাই আন্দ্রিয়কে। তারা ছিল গরীব। পেশায় ছিল জেলে। যীশু তাদের বললেন, *"তোমরা আমার সঙ্গে চল, আমি তোমাদের করে তুলবো মানুষ ধরা জেলে" (মার্ক ১:১৬-১৭)*।

এ ভাবে তিনি প্রথমে ১২ জন শিষ্য বেছে নিলেন এবং পরিত্রাণের মঙ্গলময় বাণী ভাই মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাদের প্রেরণ করবেন বা পাঠাবেন বলে স্থির করলেন (মার্ক ৩:১৪)। এখানেই শেষ নয়; প্রতিটি মানুষ যেন পরিত্রাণ পেতে পারে, ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হতে পারে, মুক্তির বাণী যেন শুনতে পারে তার জন্য তিনি আরও ৭২ জনকে বাণী প্রচারের জন্য নিযুক্ত করলেন (লুক ১০:১-২)। আবার পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের শেষ নির্দেশ ছিল *"তোমরা পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যাও, পরিত্রাণের মঙ্গলময় বাণী ঘোষণা কর : সকল জাতির মানুষকে আমার শিষ্য কর" (মথি২৮:২৯)*।

পরিত্রাণকারী খ্রীষ্টের এই নির্দেশ শুধুমাত্র ঐ শিষ্যদের জন্য নয়; আমাদের সকলের জন্য। পৃথিবীতে তাঁর শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সমাজের একেক জনকে একেক ভাবে আহ্বান করেছেন বা আমরা আহূত হয়েছি। *"তাঁরই দেওয়া ক্ষমতায় কেউ কেউ হয়ে উঠেছি প্রেরিতদূত, কেউ কেউ প্রবক্তা, কেউ কেউ আবার মঙ্গলবাণী প্রচারক কিংবা শিক্ষাগুরু। যাতে ভক্তজনেরা খ্রীষ্টীয় সেবাকার্যের জন্য যথার্থই উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে, আর এই ভাবেই গড়ে তুলতে পারে খ্রীষ্টের সেই দেহটি" (এফেসীয় ৪:১১-১২)*।

তোমরা পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যাও, পরিত্রাণের মঙ্গলময়বাণী ঘোষণা কর, এই কথা যীশু শুধুমাত্র ১২ জন বা ৭২ জন শিষ্যকে বলেননি। যীশুর এই নির্দেশ আমাদের প্রত্যেকের জন্য। এই দায়িত্ব তিনি আমাদের দিয়েছেন বা আমরা পেয়েছি যখন আমরা দীক্ষাস্নান গ্রহণ করেছি। দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে আমরা রাজকীয়, যাজকীয় ও প্রাবক্তিক দায়িত্ব পেয়েছি। তাই আমরা বলতে পারি না, বাণী প্রচারের দায়িত্ব শুধুমাত্র ফাদার, সিষ্টার, ব্রাদার ও ক্যাটেখিষ্টদের।

সমাজে আমরা যে যেখানে অবস্থান করছি, সেখানে থেকেই মঙ্গলময় বাণী প্রচার করতে পারি। আমাদের প্রতিদিনের আচার, ব্যবহার, কথাবার্তা, কাজকর্মের মধ্য দিয়ে। যীশু বলেছেন, *"তোমরা জগতের আলো" (মথি ৫:১৪)*। যীশুর এই কথা যদি আমাদের প্রত্যেকের জীবনে বাস্তবায়িত করতে পারতাম তাহলে অন্য ধর্মাবলম্বীর ভাইবোনেরা ছুটে আসত খ্রীষ্টের আলোয় আলোকিত হওয়ার জন্য।

যীশুর সময়ে ১২ বা ৭২ জন শিষ্যের পরিবর্তে আজ খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের সংখ্যা বহুগুণে বেশী তথাপি আমরা ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যর্থ হচ্ছি। কারণ আমাদের রয়েছে পিছুটান, স্বার্থপরতা, দুর্বল বিশ্বাস, দরিদ্রতা ইত্যাদি। আমরা খ্রীষ্টে দীক্ষাস্নাত হয়েছি সত্য কিন্তু আমরা অনেকে খ্রীষ্টকে পরিধান করতে পারিনি। যীশুর প্রকৃত

শিষ্য বা বাণী প্রচারক হতে হলে আত্মত্যাগী হতে হবে। যীশু বলেন, *" কেউ যদি আমরা অনুগামী হতে চায়, সে আত্মত্যাগ করুন, নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক" (মথি ১৬:১৪)*।

তবে এ কথা সত্য যে, বাণী প্রচারের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে কিছু কিছু বাধা আছে, দুর্বল বিশ্বাস, দরিদ্রতা, মুসলিম প্রধান দেশ। অনেক গোড়া মুসলিম আছেন যারা খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন। একজন খ্রীষ্টান মুসলিম ধর্মগ্রহণ করলে যে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়, ঠিক তার বিপরীতটা লক্ষ্য করা যায়, যখন কোন মুসলমান খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হয়। অবশ্য এ সমস্যা যুগে যুগে চলে আসছে। যীশুর আমলেও ছিল। তিনি যখন শিষ্যদের প্রচারে পাঠান তখন তাদের বলেছিলেন, *"শোন, তোমাদের আমি পাঠাচ্ছি যেন নেকড়ের দলে মেষেরই মত" (মথি ১০:১৬)*। শিষ্যদের উপর অত্যাচার নির্যাতন যে হবে, যীশু তা জানতেন। তারপরেও যীশু সাহস দিয়েছেন; আশ্বাসবাণী দিয়ে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, *"তোমরা ওদের ভয় করো না" (মথি ১০:১৬ক)*। আমি আছি তোমাদের সঙ্গে। সুতরাং শত নির্যাতনের মুখেও নির্ভীক ভাবেই বাণী প্রচার করতে হবে।

সুতরাং আজ এই দায়িত্ব আমাদের প্রত্যেকের। তাই আসুন, আমরা প্রার্থনা করি, ঈশ্বর যেন আমাদের আশীর্বাদ করেন। সমাজে আমরা যে যেখানে আছি, সেখান থেকেই খ্রীষ্টের মঙ্গলময়বাণী ভাই মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারি।

(মুখ্য আলোচক : মিঃ জীবন্ত নাথ)

মুক্ত আলোচনা :

আদর্শ পরিবার গঠনে বিবাহের প্রতিজ্ঞায় বিশ্বস্ত থাকতে হবে, অন্যকে সম্মান করতে হবে। পরিবারে ভালবাসা থাকতে হবে। স্বামী-স্ত্রী হলো আদর্শ শিক্ষক।

বাণী প্রচার দুই আঙ্গিকে করতে হবে ঃ *সরাসরি ও জীবনাদর্শ দ্বারা* । সন্তান জন্মদান হল আদর্শ পরিবারে একটি বৈশিষ্ট্য তবে যাদের সন্তান নেই, যদি বন্ধ্যা হয় তাহলে সেখানে কিছু করার নেই। তবে কেউ ইচ্ছাকৃত ভাবে জন্মদান থেকে বিরত থাকলে, সেটা আদর্শ পরিবার বলে বিবেচনা করা যায় না।

যুবক-যুবতীদের আবেগিক বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণ ও সুপরিচালনার জন্য গঠন প্রশিক্ষণ ও প্রয়োগ অত্যন্ত সহায়ক।

– বিশ্বাসচ্যুতির ক্ষেত্র হতে পারে অ-খ্রীষ্টান ছেলেমেয়েদের সঙ্গে প্রেমজ সম্পর্ক গড়ে তোলায়। তাই সতর্ক থাকতে হবে। এক্ষেত্রে অকাথলিকগণের সঙ্গেও মেলামেশায় একই পদ্ধতি মেনে চলা উচিৎ। অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদের প্রতি মনোযোগী হলে বিপদ কমে যাবে।

– অনেক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সহযোগিতা না পেলে

অনেক খ্রীষ্টভক্ত মণ্ডলী ত্যাগের হুমকি দেয়। এক্ষেত্রে আমাদের মনোভাবের পরিবর্তন করতে হবে। আমাদের দরিদ্রতা আছে সত্য তবে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। পাবার মনোভাব ত্যাগ করতে হবে।

– বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যারা মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান করে থাকে শর্ত সাপেক্ষে। যেন পরবর্তীতে দাতা প্রতিষ্ঠানে তারা যোগদান করে যা আমাদের জন্য ক্ষতিকর। আমাদেরও ঐসকল মেধাবী দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি দান করে এই বিপদের হাত হতে রক্ষা করতে হবে।

কারিতাস একটি কাথলিক প্রতিষ্ঠান। সে এ বিষয়গুলিতে নজর দিতে পারে। তাতে ভবিষ্যতে তারা ভাল কর্মী পেতে পারবে। কারিতাসের খ্রীষ্টান কর্মীগণ রবিবারের উপাসনায় অংশ নিয়ে দৃষ্টান্ত রাখতে পারে। বিভিন্ন দুর্যোগের সময় সহায়তার হাত বাড়িয়ে কারিতাস খ্রীষ্টীয় মূল্যবোধ প্রচার করছে। ছোট ছোট এনজিওগুলি পরস্পরের মধ্যে সমন্বয় করে তারাও খ্রীষ্টবাণী প্রচারে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারে।

পালকীয় সভা হল পালকগণের মিলনমেলা, এখান থেকে আমাদের সমাজে পরিবারে বাণী প্রচারের জন্য সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ নিতে হবে। এ সভাশেষে আমরা বাণী প্রচার করতে চাই জীবন দিয়ে, সেবা দিয়ে আমাদের পরিবারে, সমাজে, সর্বত্র।

পালকীয় পরিষদের সভায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্তসমূহ

১। আমাদের জীবন সাধনায় (ধ্যানে, জ্ঞানে ও আচরণে) ঐশবাণী হয়ে উঠুক নিত্যদিনের সহচর। বাণী ভিত্তিক জীবন গঠনে ধর্মপ্রদেশ, ধর্মপল্লী, উপ-ধর্মপল্লী এবং প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ করুক।

২। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাণী প্রচারের চলমান অবস্থা আরো জোরদার করা হোক এবং যেখানে প্রযোজ্য সেখানে প্রকাশ্যে ঐশবাণী প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক।

৩। দারিদ্র্য বিমোচন সকল ধর্মপল্লীতে ক্রেডিট ইউনিয়ন কার্যক্রম আরো জোরদার করা হোক এবং যেখানে নেই সেখানে গঠন করা হোক। এই লক্ষ্যে পুরোহিতগণ ও স্থানীয় ডি পি সি সদস্য প্যারিশ কাউন্সিল সহায়তা দান করুক।